# কেমন হবে
# মুমিনের জীবনযাপন



হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশেক-ইলাহী বুলন্দ্‌শহরী
রহমাতুল্লাহি আলাইহি

# কেমন হবে মুমিনের জীবনযাপন

মূল

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশেক-ইলাহী বুলন্দশহরী রহ.

জন্ম : ১৩৪২ = মৃত্যু : ১৪২২ হিজরী

অনুবাদ ও সংযোজন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মা'রূফ

ফাযেল : দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

উলূমুল হাদীস, মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা

সদস্য : দারুত তাসনীফ-মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

# কেমন হবে মুমিনের জীবনযাপন

মূল : হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আশেক-ইলাহী বুলন্দশহরী রহ.
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ মা'রূফ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, মাকতাবা : ৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল
জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪২ হিজরী
জানুয়ারি ২০২১ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ : ইবনে মুমতায ❖ গ্রাফিক্স : সাঈদুর রহমান

মুদ্রণ : মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স ৩/২, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 978-984-91730-0-7

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/maktabatulashraf, facebook.com/EhsanBookshop, khidmashop.com
✆16297 or 01519521971 ✆ 01832093039 ✆ 01939773354

আমাদের বই পেতে কল করুন : ০১৯৭৭-১৪১৭৬৪, ০১৭৪১-৯৭১৯৬৭
ভিজিট করুন: www.maktabatulashraf.com, facebook.com/maktabatulashraf

---

মূল্য : ষাট টাকা মাত্র

---

**KEMON HOBE MUMINER JIBONJAPON**

By : Maulana Muhammad Asheq Ilahi Bulondoshahari Rh.
Translated by : Maulana Muhammad Abdullah Ma`ruf
Price: Tk. 60.00 US$ 2.00

এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি পুস্তিকা। প্রত্যেক মুসলমান একে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এ লেখায় মুসলমানদের আমলী যিন্দেগীকে সামনে রেখে খুব সংক্ষেপে কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এবং ইবাদাত, আখলাক, লেনদেন, পারস্পরিক আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।


**টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক**

https://t.me/islaMic_fdf

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ.

ইসলাম ধর্ম নির্দিষ্ট কিছু আকীদাবিশ্বাস, ইবাদাত, নেক আমল, উত্তম চরিত্র ও উন্নত আদবের সমষ্টির নাম। কোনো ব্যক্তি যখন ইসলামকে নিজের ধর্মরূপে গ্রহণ করে এবং স্বীকার করে– আমি মুসলিম, তার ওপর ইসলামকে পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে যায়। সূরা বাকারায় আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۠ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। –সূরা বাকারা, আয়াত ২০৮

বর্তমানকালের মানুষের বড় অদ্ভুত আচরণ! নিজেকে তারা মুসলমান বলেও দাবি করে, আবার ইসলামের যাবতীয় আরকান, আমল, আখলাক ও রীতিপদ্ধতির ক্ষেত্রে চরম উদাসীনতাও প্রদর্শন করে, সেগুলো অনুযায়ী পরিচালিত হতে গড়িমসি ও পৃষ্ঠপ্রদর্শনও করে।

তাদের দাবি একরকম; কর্মকলাপ অন্যরকম। এটা মুমিনের শান নয়। মুমিন যখন তারা হলো-ই, তখন পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত হওয়াও তাদের ওপর আবশ্যক।

বক্ষ্যমাণ পুস্তিকা সাধারণ মুসলমানদেরকে ইসলামের অতি জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে অভিহিত করার লক্ষ্যে লেখা। তাই পরস্পরের মধ্যে এটি পাঠ করে শোনান এবং এর নির্দেশনা অনুযায়ী আমলের প্রতি একে অপরকে উদ্বুদ্ধ করুন।

# কেমন হবে মুমিনের জীবনযাপন

## ১. বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করুন

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস জানুন, শিখুন। আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা বুঝুন এবং সেগুলোকেই নিজের আকীদা হিসেবে গ্রহণ করুন। এর বাইরে ইসলামের ছদ্মনামে যত ভ্রান্ত দল-মত আছে যেমন শীয়া, কাদিয়ানী, আগাখানী, বোহরী প্রভৃতি, এদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে দূরে থাকুন।

সেইসাথে সর্বপ্রকার বিদআত থেকেও পরিপূর্ণ বেঁচে থাকুন।

## ২. নামাযের প্রতি যত্নবান হোন

প্রত্যেক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন সাবালক মুসলিম নর-নারীর ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয।

পাঁচ ওয়াক্ত হলো– ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। এ নামাযগুলো ঘরে-বাড়িতে, সফরে-ভ্রমণে, চাকরিবাকরি ও ব্যবসাবাণিজ্যস্থলে, মোটকথা সর্বদা সর্বহালে সবখানে অবশ্যই আদায় করুন।

ইশার ফরয ও সুন্নাতের পর তিন রাকাত বিতরের নামায পড়াও ওয়াজিব। এটাও কখনো কাযা হতে দেবেন না।

মহিলাগণ ঘরে আর পুরুষগণ মসজিদে জামাতের সহিত নামায আদায় করুন।

পুরুষের জামাতে নামায পড়ার দ্বারা এক নামাযের সওয়াব সাতাশ (২৭) গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلٰى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জামাতের সাথে নামায ব্যক্তির নিজ ঘরে একাকী নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে।[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ، وَفِرْعَوْنَ، وَهَامَانَ، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

অর্থ : যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যথাযথ যত্নবান হবে, কেয়ামত দিবসে নামায তার জন্য নূর হবে। তার ঈমানের দলিল (প্রমাণ) হবে। এবং হবে তার নাজাতের উসিলা। আর যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না, তার জন্য নামায না নূর হবে, না তার ঈমানের দলিল হবে এবং না তার মুক্তির উপায় হবে। বরং কেয়ামত দিবসে সে ব্যক্তি থাকবে কারূন, ফেরাউন ও (তার উজির) হামান এবং (কুখ্যাত মূর্তিপূজক) উবাই ইবনে খালাফের সঙ্গে।[২]

- বিতর সম্পর্কে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اَلْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

অর্থ : বিতর পড়া আবশ্যক (ওয়াজিব)। যে ব্যক্তি বিতর পড়বে না, সে আমাদের কেউ নয়। (তিনি এ কথা তিনবার উচ্চারণ করেছেন)।[৩]

- ফরয নামাযসমূহের আগে-পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সম্পর্কেও হাদীস শরীফে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে উম্মুল মুমিনীন

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৭৮৯
২. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৫৭৬
৩. সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং ১৪১৯

হযরত উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি–

مَنْ صَلَّى اِثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি প্রত্যহ দিনে-রাতে বারো রাকাত (সুন্নাত) নামায আদায় করবে, তার জন্য বিনিময়ে জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করা হবে।[৪]

সে বারো রাকাত হলো–

ফজরের আগে ২ রাকাত। যোহরের আগে ৪ রাকাত। যোহরের পরে ২ রাকাত। মাগরিবের পরে ২ রাকাত। ইশার পরে ২ রাকাত। সর্বমোট ১২ রাকাত।

এ ছাড়াও আসরের নামাযের পূর্বে রয়েছে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা। এ চার রাকাতেরও অসীম ফযীলত। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

অর্থ : আল্লাহ ওই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে আসরের পূর্বে চার রাকাত নফল আদায় করল।[৫]

- অন্যান্য সাধারণ নফল নামাযসমূহেরও প্রভূত সাওয়াব রয়েছে। তাই মুমিনের উচিত নফলেরও সঞ্চয় গড়ে আখেরাতে যাওয়া। সাধারণ নফল নামাযের তালিকার মধ্যে নিম্নোক্ত নামাযগুলো অন্যতম–

– তাহিয়্যাতুল ওযূ (ওযূ করার পর),

– তাহিয়্যাতুল মসজিদ (মসজিদে প্রবেশের),

– এশরাকের নামায,

– চাশতের নামায,

– তাহাজ্জুদের নামায,

এবং মাগরিবের পরের অতিরিক্ত নামাযসমূহ প্রভৃতি।

---

৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২৮

৫. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১২৭১; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৪৩০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৫৯৮০; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস নং ১১৯৩ হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

ঈমানদারের উচিত ফরয নামাযের পাশাপাশি যাবতীয় নফল নামাযও অধিকহারে পড়তে থাকা। কেননা এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ: صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوْا، هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ؟ ثُمَّ يَكُوْنُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذٰلِكَ.

অর্থ : নিশ্চয় কেয়ামত দিবসে বান্দার আমলসমূহ থেকে সর্বপ্রথম তার (ফরয) নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যদি নামায সঠিক সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে ব্যক্তি সফল ও কৃতকার্য হবে। আর যদি নামায বিনষ্ট হয় তাহলে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (অতঃপর এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে বিশেষ এই অনুগ্রহটি হবে যে,) যদি তার ফরয নামাযসমূহের মধ্যে কোনো ত্রুটি থেকে যায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদের) বলবেন, দেখ, আমার বান্দার (আমলনামায়) কোনো নফল (নামায) আছে কি? যদি থাকে তাহলে নফলের মাধ্যমে ফরযের ঘাটতি পূরণ করিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর এই নিয়মেই অন্যান্য আমলেরও হিসাব গ্রহণ করা হবে (নফল দ্বারা ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে)।[৬]

## ৩. নামায শুদ্ধ করে পড়া শিখুন

নামায শুদ্ধ করুন। সঠিক পদ্ধতিতে পড়তে শিখুন। সন্তানদেরও সহীহ-শুদ্ধভাবে নামাযের শিক্ষা দান করুন এবং প্রায়োগিকভাবেও তা তাদের বুঝিয়ে দিন।

আর আরবী হরফসমূহের মধ্যে বিশেষ করে–

س، ص، ض، ط، ظ، ق، ك

৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৩

—এই হরফগুলো সঠিক-শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক। এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করুন।

অনেক মানুষ আছেন যারা সারাজীবনে কালিমাটুকুও সহীহভাবে পড়তে জানেন না। নামাযও ভুলভ্রান্তি করে পড়েন। এটা নিঃসন্দেহে আখেরাতের জন্য বড় ক্ষতিগ্রস্ততার কথা।

## ৪. সন্তানকে নামাযের আদেশ করুন

সন্তানকে নামাযের শিক্ষা ও আদেশ দানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ কর যখন তারা সাত বছরের হবে এবং নামায না পড়ার কারণে তাদের প্রহার কর যখন তারা দশ বছরের হবে। আর (দশ বছর পূর্ণ হলে) তাদের শোয়ার বিছানাও পৃথক করে দাও (একজনকে অন্যজনের সঙ্গে একত্রে এক বিছানায় শুতে দেবে না)।[৭]

## ৫. জুমার নামাযের প্রতি সবিশেষ যত্নবান হোন

(পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পাশাপাশি) জুমার নামাযের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিন। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

অর্থ : হে মুমিনগণ! জুমার দিন যখন নামাযের জন্য ডাকা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়—যদি তোমরা উপলব্ধি কর।[৮]

---

৭. সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫ (হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত।

৮. সূরা জুমুআ, আয়াত ৯

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ، كُتِبَ مُنَافِقًا فِيْ كِتَابٍ لَا يُمْحٰى وَلَا يُبَدَّلُ.

অর্থ : যে ব্যক্তি (শরীয়ত সমর্থিত) কোনো ওজর-অপারগতা ছাড়া জুমা ছেড়ে দেয়, তাকে এমন এক কিতাবে মুনাফেক হিসেবে লিখে দেওয়া হয়, যা কখনো মোছা যাবে না এবং পরিবর্তনও করা যাবে না।[৯]

যদি শরয়ী ওজরের কারণে কখনো জুমার নামায ছুটে যায়, যেমন সফরে ছিল কিংবা অসুস্থ হলো, তাহলে জুমার পরিবর্তে যোহরের নামায (চার রাকাত) পড়বে।

আর যদি ইচ্ছাকৃতই জুমার নামায ছেড়ে দেয়, তাহলে তার স্থানেও পরমুহূর্তে যোহর পড়ে নেবে। (তবে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়ার দরুন মারাত্মক গুনাহগার হবে। এর জন্য তাওবা করা আবশ্যক। অন্যথায় উপরিউক্ত হাদীসের হুঁশিয়ারী বার্তার আওতায় থেকে যাবে।)

## ৬. পেছনের কাযা নামায আদায়ে মনোযোগী হোন

যখন থেকে সাবালক হয়েছেন, কয়টি ফরজ, ওয়াজিব ও বিতরের নামায কাযা হয়েছে তার হিসাব করে করে আদায় আরম্ভ করুন। হিসাব করার সময় এ পরিমাণ সংখ্যা ধরবেন যাতে মন সাক্ষ্য দেয় যে, এর চেয়ে বেশি নামায কাযা হয়ে থাকবে না। অতঃপর দ্রুততর সময়ে সেগুলো পড়ে শেষ করে নিন।

একদিনে সর্বোচ্চ বিশ রাকাত নামায কাযা হওয়া সম্ভব–
ফজর ২ রাকাত। যোহর ৪ রাকাত। আসর ৪ রাকাত। মাগরিব ৩ রাকাত। ইশা ৪ রাকাত। বিতর (ওয়াজিব) ৩ রাকাত। সর্বমোট ২০ রাকাত।

বিশ রাকাত নামায চাইলে বিশ মিনিটেও পড়া যায়। আর মাসআলা হলো যখন পাঁচ নামাযের বেশি কাযা হয়, তখন তা আদায়ে সিরিয়াল

৯. মুসনাদুশ-শাফেঈ, ২/৩২, হাদীস নং ৪৫৫ (শায়খ সান্‌জারকৃত বিন্যাস)
(এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।)

রক্ষা করাও জরুরি নয়। (যে-কোনোটি আগে পড়তে পারবে।) উপরন্তু কাযা আদায়ের জন্য বিশেষ কোনো সময়ও নির্ধারিত নয়। দিনের যে-কোনো সময়ে আদায় করা যায়। শুধু তিন সময় তথা—সূর্য উদিত ও অস্তমিত হওয়ার সময় এবং ঠিক মধ্যদুপুরের সময় (যখন সূর্য আকাশের ঠিক মধ্যখানে থাকে) না হতে হবে।

সূর্য উদিত হয়ে যখন এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হয়ে যাবে তখন সকল প্রকারের নামায পড়া জায়েয।

আসরের পর যখন সূর্যের রঙ পরিবর্তিত হয়ে হলুদ বর্ণের হয়ে যাবে তখন কোনো ধরনের নফল ও কাযা নামায পড়া যাবে না।

সূর্যে হলুদ বর্ণ আসার আগ পর্যন্ত কাযা নামায পড়া যাবে। তবে নতুন নফল নামায পড়া যাবে না। কেননা মাসআলা হলো আসরের নামায পড়ার পর সূর্য ডুবা পর্যন্ত নতুন নফল পড়া জায়েয নেই।

**মাসআলা :**

চার রাকাতবিশিষ্ট যেসব নামায (তথা যোহর, আসর ও ইশা) ঘরে-বাড়িতে থাকা অবস্থায় কাযা হয়েছে, সেগুলো সফরে কাযা পড়তে চাইলে চার রাকাতই পড়বেন। আর এ তিন ওয়াক্তের নামায সফরে কাযা হয়ে থাকলে বাড়িতে কাযা পড়ার সময় তা দুই রাকাতই পড়বেন। শর্ত হলো সেই সফর শরয়ী মাইলের পরিমাপে কমপক্ষে ৪৮ মাইলের দূরত্বে হতে হবে।

এমনিতে যখনই সময় পাওয়া যায়, কাযা নামাযসমূহ অতি দ্রুত সময়ে পড়ে শেষ করার চেষ্টা করা দরকার। কিন্তু যদি বিশেষভাবে নিয়ম করে নেওয়া যায় যে, প্রতি ওয়াক্তিয়া নামাযের সাথে একটি করে কাযা নামায আদায় করা হবে অথবা প্রতিদিন বিশ মিনিট বের করে বিশ রাকাত কাযা পড়ে নেওয়া হয়, তাহলে এটা খুব সহজ কাজ।

আবার প্রত্যেকের সব নামায সমানহারে কাযা হয়ে থাকবে তা তো জরুরি নয়, কারও আসরের নামায বেশি কাযা হয়, কায়কারবারের ধান্দায় ব্যস্ত থেকে। আবার কারও বেশি কাযা হয় ইশা ও ফজর নামায,

ঘুমের ভেতর দিয়ে। মোটকথা, যার যে নামায যে পরিমাণ ছুটেছে, হিসাব করে সে পরিমাণই কাযা পড়ে নেবেন।

## ৭. যাকাত আদায় করুন গুরুত্ব সহকারে

আল্লাহ যাদের সম্পদ দিয়েছেন, গুরুত্বের সঙ্গে বছরশেষে সে সম্পদের যাকাত আদায় করুন। বছর হিসাবের ক্ষেত্রে ইসলামী বছর ধর্তব্য; ইংরেজি বছর নয়। (ইসলামী বছর মানে চাঁদের হিসাবে বছর। যদি সম্পদের ওপর চাঁদের হিসাবে পূর্ণ একবছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার ওপর যাকাত ফরয হয়।)

যাকাত ফরয হওয়ার জন্য অনেক বেশি সম্পদের অধিকারী হওয়া লাগে না। বরং পাঁচশত পঁচানব্বই (৫৯৫) গ্রাম রুপা বা তার মূল্য অথবা এ পরিমাণ মূল্যমানের ব্যবসায়ের সম্পদ মালিকানায় থাকলে যাকাত ফরয হয়ে যায়।

ভেবে দেখুন, এটা খুব বড় অংক না। এ অংক পরিমাণ সম্পদ যার মালিকানায় থাকবে, সে শরীয়তের দৃষ্টিতে মালদার। তার ওপর চাঁদের হিসেবে ১২ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পূর্ণ সম্পদের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দান করে দেওয়া ফরয।

এটি দান করা হবে ওই সকল লোককে, যারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। আর কারা কারা যাকাতের উপযুক্ত তা ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া উচিত। কারণ যাদের মালিকানায় ৫৯৫ গ্রাম রুপা অথবা এই মূল্যমানের ব্যবসায়ের সম্পদ বা (এই মূল্যের) নিষ্প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সরঞ্জাম থাকবে, তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নয়। বর্তমানে অনেক ভিক্ষুকের কাছেই এ পরিমাণ সম্পদ থাকে, তারপরও তারা ভিক্ষা করে বেড়ায়। এরূপ লোদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। (দিলে আদায় হবে না। পুনরায় আদায় করতে হবে।)

- যাকাত ছাড়া সম্পদের ওপর আরও কয়েকটি ওয়াজিব হক রয়েছে। যেমন সদকায়ে ফিতর আদায় করা। ঈদুল আযহায় কুরবানী করা। স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণের পেছনে ব্যয় করা। পিতা-মাতার জন্য

যথাযথ খরচ করা। কসম ভেঙ্গে থাকলে তার কাফফারা দেওয়া (মান্নত করে থাকলে তা পূরণ করা)।—এসব হকও আদায় করা আবশ্যক।

- যাকাত ও অন্যান্য আর্থিক ওয়াজিব খাতসমূহে খরচ করার পাশাপাশি নফল দান-সদকায়ও বিশেষ যত্নবান হোন। কল্যাণমূলক কাজে খরচ করুন। কেয়ামত দিবসে ফরয, ওয়াজিব ও নফল—সকল দানই নাজাত ও মর্যাদাবৃদ্ধির উপায় হবে।

যারা ফরয যাকাত আদায় করে না, তাদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হাদীস শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ أَتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِيْ بِشِدْقَيْهِ-، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ.

অর্থ : যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিলেন, আর সে তার যাকাত দিল না, কেয়ামতের দিন তার সম্পদকে ভয়ংকর (বিষধর) সাপের আকৃতি দান করা হবে, (বিষের দরুন) যার মাথার চুল থাকবে না এবং তার চোখের ওপর থাকবে কালো দুটি বিন্দু। (বিশেষ আকৃতির এ সাপ সবচেয়ে মারাত্মক বিষধর হয়।) এ সাপকে কেয়ামত দিবসে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তা তার উভয় চোয়ালে (গালে) দংশন করবে আর বলবে, আমি তোর সম্পদ। আমিই তোর সঞ্চিত ধন।[১০]

- যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ নফল দান-সদকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইশাদ করেন–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ.

অর্থ : তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। যদিও তা খেজুরের এক টুকরো দান করার মাধ্যমেই হোক! যদি তাও না পাও, তবে উত্তম কথার মাধ্যমে।[১১]

---

১০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৩

১১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০১৬

মনে রাখবেন, ছোট বড় যে নেক কাজই আল্লাহর জন্য করা হবে, কেয়ামত দিবসে তা অনেক উপকার দেবে। যেদিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর নেকীরও প্রয়োজন হবে ভীষণ!

[সুতরাং কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝١١٠

অর্থ : এবং তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং (স্মরণ রেখ), তোমরা যে-কোনো সৎকর্ম নিজেদের কল্যাণার্থে সম্মুখে (আখেরাতে) প্রেরণ করবে, আল্লাহর কাছে তা পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যে-কোনো কাজ কর, আল্লাহ তা দেখছেন। –সূরা বাকারা (২), আয়াত ১১০

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ
وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ۝٢٧٢

অর্থ : তোমরা যে সম্পদই ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণার্থে হয়ে থাকে, আর তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। আর তোমরা যে সম্পদই ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তা পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না। –সূরা বাকারা (২), আয়াত ২৭২

আরও ইরশাদ–

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ

অর্থ : তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম যাই অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমরা তা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় এবং মহা পুরস্কাররূপে বিদ্যমান পাবে। –সূরা মুয্যাম্মিল (৭৩), আয়াত ২০][১২]

১২. [] বন্ধনীর মধ্যবর্তী লেখা অনুবাদককর্তৃক সংযোজিত।

## ৮. রোযা রাখুন পরিপূর্ণ আগ্রহ ও গুরুত্বের সঙ্গে

রমাযানুল মুবারকের রোযাসমূহ অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে রাখুন। রমাযানের রোযা রাখা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন সাবালক প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরয। ছোট ছেলে-মেয়েদেরও যারা সাধ্য রাখে, তাদের দ্বারাও রমাযানের রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

নফল রোযাসমূহেরও গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ইসলামী মাসসমূহের[১৩] প্রতি তেরো, চৌদ্দ ও পনেরো তারিখের রোযা (যাকে আইয়ামে বীয-এর রোযা বলা হয়), সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা, শাউওয়ালের ছয় রোযা, যিলহজ্জের নয় তারিখের (আরাফার) রোযা এবং মুহাররমের দশ তারিখের (আশূরার) রোযা রাখার অনেক ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

## ৯. হজ্জ পালন করুন অবিলম্বে

যাদের ওপর হজ্জ ফরয[১৪], তারা দ্রুততর সময়ে তা আদায় করে ফেলুন। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে–

مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنِ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُوْدِيًّا، وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

অর্থ : যে ব্যক্তিকে কোনো স্পষ্ট অপারগতা কিংবা জালিম বাদশাহ অথবা সফরে বাধাদানকারী কোনো রোগ হজ্জ থেকে বারণ করল না,

---

১৩. সাধারণ পাঠকের অবগতি ও মুখস্থ রাখার সুবিধার্থে এখানে ইসলামী মাসসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো–
১. মুহাররম। ২. সফর। ৩. রবিউল-আউওয়াল। ৪. রবিউছ-ছানী। ৫. জুমাদাল-উলা। ৬. জুমাদাল-আখিরাহ। ৭. রজব। ৮. শা'বান। ৯. রমাযান। ১০. শাউওয়াল। ১১. যিলকদ। ১২. যিলহজ্জ। –অনুবাদক

১৪. যার কাছে নিজের ও পরিবার-পরিজনের মৌলিক প্রয়োজনীয় খরচের অতিরিক্ত এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে, যা দ্বারা বাহনে চড়ে মাঝারি পর্যায়ের খরচ ও খাবারদাবারের ব্যয় বহন করে মক্কা শরীফ যাওয়ার এবং হজ্জ করে আবার ফিরে আসার সামর্থ্য রাখে, তার ওপর হজ্জ ফরয হয়।
–লেখকের কিতাব তা'লীমুন নিসা থেকে সংগৃহীত

তবু সে হজ্জ করল না, তাহলে (তার সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই) সে চাইলে ইহুদী হয়ে মরুক বা খ্রিষ্টান হয়ে (তাতে আল্লাহর কোনো পরোয়া নেই)।[১৫]

অনেক লোকের ওপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকে, কিন্তু দুনিয়াদারির ধান্দা ও ব্যস্ততার অজুহাতে গড়িমসি করতে থাকে। ফলে অনেক সময় হজ্জ না করা অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে চলে যায়। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও ভীতিকর কথা!

## ১০. সহীহ-শুদ্ধভাবে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করুন

নিয়মিত কুরআন মাজীদ পড়ুন। প্রতিদিন এক পারা, দুই পারা তেলাওয়াত করুন। কুরআন মাজীদের প্রতি হরফ তেলাওয়াতে একটি করে নেকী পাওয়া যায়, যে নেকী বর্ধিত হয়ে দশ নেকী বরাবর হয়।

[হাদীস শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُوْلُ: ﴿الٓمٓ﴾ حَرْفٌ، وَلٰكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ، وَلَامٌ حَرْفٌ، وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পড়ল, তাকে প্রদিতানে একটি নেকী দান করা হবে। আর সে নেকী হবে তার দশ গুণ বরাবর। (অর্থাৎ এক হরফে দশ নেকী পাওয়া যাবে।) আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি শব্দ। বরং আলিফ একটি শব্দ। লা-ম একটি শব্দ। এবং মী-ম একটি শব্দ। –জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৯১০

---

১৫. সুনানে দারেমী, হাদীস নং ১৮২৬; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং ১৪৪৫০; নসবুর-রায়াহ ৪/৪১১; আত-তালখীসুল হাবীর, হাদীস নং ৯৫৭; (হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত)

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি শুধু ﴿الٓمٓ﴾ উচ্চারণ করে তাহলে সে কমপক্ষে ত্রিশটি নেকী পাবে। কেননা এখানে তিনটি হরফ রয়েছে। আলিফ একটি হরফ। লা-ম একটি হরফ। মী-ম একটি হরফ।][১৬]

প্রতিদিন সকালে সূরা ইয়াসীন পড়ুন। এটি পড়ার দ্বারা দশবার পুরো কুরআন শরীফ পড়ার সওয়াব অর্জিত হয়।

[হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ ﴿يٰسٓ﴾، وَمَنْ قَرَأَ ﴿يٰسٓ﴾ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

অর্থ : প্রতিটি বস্তুর একটি কল্‌ব (অন্তর) রয়েছে। আর কুরআনের কল্‌ব সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশবার পূর্ণ কুরআন পাঠের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেবেন। –জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৮৮৭][১৭]

- কুরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধভাবে পড়া শিক্ষা করুন। সকল হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা শিখুন।
- সন্তানদেরও কুরআনের শিক্ষা দান করুন।

## ১১. অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হোন

বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করুন। কুরআনে মাজীদে আল্লাহ তাআলা অধিক পরিমাণে যিকিরের আদেশ করেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝٤١ وَّسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٤٢

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে। এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তার তাসবীহ পাঠ কর।[১৮]

---

১৬. [] বন্ধনীর মধ্যকার লেখা স্বয়ং লেখকেরই অপর কিতাব তা'লীমুন নিসা থেকে সংগৃহীত।

১৭. [] বন্ধনীর মধ্যকার লেখা স্বয়ং লেখকেরই অপর কিতাব তা'লীমুন নিসা থেকে সংগৃহীত।

১৮.সূরা আহযাব, আয়াত ৪১-৪২

হাদীস শরীফে অধিক পরিমাণে যিকিরের তাকিদ বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত ও সজীব থাকে।[১৯]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন–

لَأَنْ أَقُوْلَ: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

অর্থ : যত কিছুর ওপর সূর্য উদিত হয়, সবকিছু হতে আমার নিকট অধিক প্রিয় এই তিন কালিমা একবার পাঠ করা–

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

(অর্থাৎ দুনিয়ার সবকিছু হতে এই কালিমার পাঠ আমার নিকট অধিক দামী ও প্রিয়।)[২০]

- প্রিয় মুসলমানগণ! নিজেদের জীবনকে বৃথা নষ্ট করবেন না। জীবনের মূল্যবান সময়কে বরবাদ হতে দেবেন না। সদা-সর্বদা আল্লাহর যিকির ও স্মরণে মগ্ন থাকুন।

কোনো মজলিস যাতে আল্লাহর যিকির এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদপ্রেরণ থেকে শূন্য না যায়।

সর্বদা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আল্লাহর যিকির করুন। (তার একটি সহজ পদ্ধতি এই যে,) বিভিন্ন সময়ের মাসনূন দোয়াগুলো মুখস্থ করুন এবং নির্ধারিত স্থান ও সময়ে তা পাঠের অনুশীলন করুন।

---

১৯. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭৫ (হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুস্‌র রাদি.-এর সূত্রে বর্ণিত।)

২০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৫

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তেত্রিশ বার سُبْحَانَ اللهِ, তেত্রিশ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং চৌত্রিশ বার اَللهُ أَكْبَرُ পড়ুন।

শোয়ার সময়ও এ তাসবীহ পাঠ করুন।

## ১২. পারস্পরিক সাহায্য, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় চলুন

### হাদীস : ১

হযরত নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى.

অর্থ : পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়ামায়া ও সহমর্মিতায় মুমিনদের তুমি একটি দেহের মতো দেখবে, যার কোনো এক অঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়লে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ঘুম ও জ্বরে তার অংশীদার হয়ে যায়।[২১]

[পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃত মুমিনদের কেমন হতে হয়, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে তা একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন।

হাদীসে মুমিনদেরকে একটি দেহের সঙ্গে তুলনা করে মূলত এই বার্তা দেওয়া উদ্দেশ্য যে, কোনো ব্যক্তির অঙ্গবিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়লে যেমন তার ব্যথা-বেদনা সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি মুমিনগণও যেন সকলে মিলে এমন একাত্মা ও একদেহতুল্য হয়ে যায় যে, তাদের কোনো একজন দুঃখ-কষ্টে পড়লে সকলেই তার সমব্যথী হবে এবং তাকে তা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে।][২২]

---

২১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৬

২২. অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

**হাদীস : ২**

অন্য বর্ণনায় শব্দের পার্থক্যে হাদীসটি এভাবে এসেছে-

اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ.

অর্থ : মুসলিমগণ সকলে মিলে এক ব্যক্তিতুল্য, যার চোখ অসুস্থ হলে সারা শরীর অসুস্থ হয়ে যায় এবং মাথা অসুস্থ হলে সারা শরীর অসুস্থ হয়ে যায়।[২৩]

[এ হাদীসেও মূলত মুমিনদেরকে পরস্পর সহমর্মী ও সমব্যথী হয়ে থাকতে আদেশ করা হয়েছে। এ সমবেদনা ও সহমর্মিতার দাবি হচ্ছে মুসলিমগণ একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে থাকবে। কেউ কাউকে কোনোভাবেই কষ্ট দেবে না। কেউ কারও কোনো হক নষ্ট করবে না।

যখন অন্যের ব্যথা-বেদনাকে নিজের ব্যথা-বেদনা গণ্য করতে বলা হয়েছে, তখন নিজে কিভাবে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার কথা ভাবতে পারে? যখন অন্যের দুঃখ-কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করতে বলা হয়েছে, তখন নিজেকে কিভাবে অন্যের দুঃখ-কষ্টের কারণ বানানো যেতে পারে?

যে ব্যক্তি অন্য মুসলিমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, সে অবশ্যই লক্ষ রাখবে যাতে তার দ্বারা অন্য কারও জান, মাল ও ইজ্জতের কোনো ক্ষতি না হয়ে যায়। নিজের জান, মাল ও ইজ্জতের যেভাবে হেফাজত করা হয়ে থাকে, সে অন্যের জান, মাল ও ইজ্জতের হেফাজতেও সেরকম ভূমিকা রাখবে।][২৪]

**হাদীস : ৩**

হযরত আবূ মুসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا. وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

২৩. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৬ (৬৭)

২৪. অনুবাদককর্তৃক সংযোজিত।

অর্থ : মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে তিনি এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেখান।[২৫]

[নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে মুমিনদের পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি মুমিনদের সমাজকে প্রাচীরের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাচ্ছেন যে, মুমিনগণ তাদের দ্বীন ও দুনিয়া কোনো ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী থাকতে পারে না।

এর জন্য তিনি প্রাচীরের উদাহরণ দিয়েছেন। প্রাচীরে সবগুলো ইট যখন পরস্পর সন্নিবিষ্ট থাকে তখন তার একটি দ্বারা অন্যটি এমন সুদৃঢ় হয় যে, সহজে সে প্রাচীর থেকে কোনো একটি ইট পৃথক করা যায় না। কিন্তু ইটগুলো যদি পরস্পর সংযুক্ত না থেকে বরং ফাঁকা ফাঁকা থাকে, তবে প্রাচীর তো নির্মিত হতেই পারে না এবং পৃথকভাবে সেগুলোর কোনো শক্তিও থাকে না, যার যেমনি ইচ্ছা তা সরিয়ে ফেলতে বা নিয়ে যেতে পারে।

মুসলিম সমাজের অবস্থাও তদ্রূপ। তাদের মধ্যে কেউ থাকে শক্তিশালী, কেউ দুর্বল। দুর্বলের কর্তব্য— শক্তিশালীর সাথে মিশে থাকা আর শক্তিশালীর কর্তব্য— দুর্বলকে নিজ পাশে রাখা। এতে করে শক্তিশালীর শক্তি বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং তার শক্তিতে দুর্বলও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর এভাবে গোটা সমাজ সুগঠিত ও সুসংহত হয়। তখন কোনো শত্রুর পক্ষে সে সমাজের ক্ষতিসাধন করা সহজ হয় না। এমনকি শত্রুপক্ষ তাদের কোনো দুর্বল ব্যক্তির সঙ্গেও লাগার সাহস করে না। কেননা সংঘবদ্ধ হয়ে থাকার কারণে গোটা সমাজের শক্তি তার সঙ্গে।

অপরদিকে সকল মুসলিম একতাবদ্ধ না থাকলে কেবল দুর্বল ব্যক্তিই দুর্বল হয়ে থাকে না, শত্রুর চোখে সবল ব্যক্তিও দুর্বল হয়ে থাকে।

---

২৫. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৫ (৬৫)

কেননা একা এক ব্যক্তির শক্তি যতই বেশি হোক-না কেন, সংঘবদ্ধ শত্রুর বিরুদ্ধে তা কোনো কাজের নয়।][২৬]

## হাদীস : ৪

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ اللهُ فِيْ حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন সমাধায় রত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন সমাধা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো একটি বিপদ দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন করবেন।[২৭]

## হাদীস : ৫

হযরত আবু হুরায়রা রাদি.-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ.

অর্থ : আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।[২৮]

---

২৬. অনুবাদককর্তৃক সংযোজিত।

২৭. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮০

২৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯

## হাদীস : ৬

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

لَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بيعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوٰى هَاهُنا -وَيُشِيْرُ إِلٰى صَدْرِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ-، بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

অর্থ : তোমরা একে অন্যের প্রতি হাসাদ করো না, প্রতারণামূলক দালালী করো না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, একজনের বেচাকেনার ওপর আরেকজন বেচাকেনা করো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে থাকো।

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ গণ্য করবে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না।

তাকওয়া এখানে (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথাটি তিনবার বললেন)। কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে। এক মুসলিমের সবকিছু অপর মুসলিমের প্রতি হারাম– তার রক্ত, তার সম্পদ ও তার ইজ্জত।[২৯]

(সুতরাং কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানের মাল ছিনিয়ে নেবে না, তাতে খেয়ানত করবে না, এবং কোনো অবৈধ পন্থায় তা হাতিয়ে নেবে না। অন্যায়ভাবে তার প্রাণ নাশ করবে না। তার ইজ্জত-আবরুতে আঘাত হেনে তাকে লাঞ্ছিত করবে না।)

---

২৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৪

**হাদীস : ৭**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: "آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ".

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো ঈমানদারকে হত্যায় সহায়তা করল, যদিও তা হোক আধা বাক্য দিয়ে, তাহলে সে মহীয়ান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তার দু'চোখের মধ্যখানে লেখা থাকবে-"আল্লাহর রহমত থেকে চিরনিরাশ"![৩০]

**হাদীস : ৮**

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِشْتَرَكُوْا فِيْ دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللهُ فِيْ النَّارِ.

অর্থ : যদি আসমান ও যমীনবাসী সবাই মিলেও কোনো মুমিনের রক্তপাতে অংশ নেয় তবে আল্লাহ সকলকেই অধোমুখ করে জাহান্নামে নিপতিত করবেন।[৩১]

**হাদীস : ৯**

হযরত আবু বাকরা নুফাই ইবনুল হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ! قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: هٰذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلُ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ.

অর্থ : দুই মুসলিম যখন তরবারি নিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হবে তখন হত্যাকারী ও নিহত—উভয়ই জাহান্নামে যাবে!

---

৩০. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৬২০ (إسناده ضعيف جدا.)

৩১. জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৩৯৮

(বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন,) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো হত্যাকারী (কাজেই তার জাহান্নামে যাওয়াই বোধ্যগম্য)। কিন্তু নিহতের ব্যাপারটা কী (সে কেন জাহান্নামে যাবে)?

তিনি বললেন, সেও তো তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে লালায়িত ছিল।[৩২]

অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে খুন করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল দু'জনই। তাই নিয়তের কারণে দু'জনই জাহান্নামে যাবে। এটা ভিন্ন কথা যে, একজন সুযোগ পেয়ে গেল আর হত্যা করে দিল। অন্যজন শক্তি বা কৌশলে ব্যর্থ হলো আর নিহত হয়ে গেল।

তো যে নিহত হলো, নিয়তের কারণেই সে জাহান্নামে যাবে। কেননা সেও জাহেলি আবেগ ও অন্যায় তাড়না থেকে খুন করার জন্য বের হয়েছিল; আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়া কারওরই উদ্দেশ্য ছিল না।

## ১৩. কেমন হবে মুমিনের পোশাক

নারী-পুরুষ সকল মুসলমান ওই পোশাকই পরবেন, যা তাদের জন্য ইসলাম নির্ধারণ করেছে। মুমিনের পোশাক হবে এমন যা সতরও আবৃত করবে এবং লজ্জাশীলতাও রক্ষা করবে।

পুরুষগণ টাখনুর ওপরে পোশাক পরবেন। প্যান্ট ইত্যাদি যদি কোনো অপারগতায় পরতেই হয় তবে তা যেন টাখনুর নিচে না যায়। পাশাপাশি তার ওপর লম্বা ঢিলাঢালা জামা পরবেন।

নারীগণ মোটা গাঢ় জাতীয় কাপড় পরিধান করবেন। মোটা ওড়না মাথায় দেবেন। বেপর্দাবস্থায় পরপুরুষের সামনে আসবেন না। যথাসম্ভব গৃহাভ্যন্তরেই অবস্থান করবেন। একান্ত প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হতে হলে বেপর্দা বের হবেন না। বোরকা পরে বের হবেন। তবে বোরকা যাতে চাকচিক্যময় ও ফ্যাশনপূর্ণ না হয়।

---

৩২. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৮

## ১৪. বান্দার হকের গুরুত্ব ও ভয়াবহতা

বান্দার হক আদায়ের ব্যাপারে সর্বোচ্চ যত্নবান হোন। খুব স্মরণ করে করে দেখুন আপনার ওপর কার কী হক রয়েছে। যারই কোনো আর্থিক হক আপনার দায়িত্বে থাকবে, যেমন কারও ঋণ আপনার যিম্মায় থেকে গেছে বা কারও সম্পদে কোনো খেয়ানত করে ফেলেছেন কিংবা অনুমতি ব্যতীত কারও কিছু নিয়ে নিয়েছেন, আর এ ব্যাপারে হকদারের অবগতি হোক বা না হোক, কিংবা তার স্মরণে থাকুক আর না থাকুক, নিজ দায়িত্বে তা আদায় করে দিন। এ হলো বাহ্যিক হকের ক্ষেত্রে।

আর অভ্যন্তরীণ হক নষ্ট তথা যে কারওরই গীবত করেছেন বা শুনেছেন কিংবা কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন আর তা সে জেনে গিয়েছে, তাহলে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিন। আর যদি সে না জেনে থাকে তাহলে তার জন্য আল্লাহর দরবারে এত বেশি পরিমাণ ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করুন যাতে মন এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, তার হক আদায় হয়ে গেছে।

বান্দার হকের বিষয়টি অত্যন্ত নাজুক। দুনিয়াতে এর ক্ষমা না নিলে আখেরাতে হকদারদেরকে নিজের নেকীসমূহ দিয়ে দিতে হবে। যদি নেকী দ্বারা তাদের হক পূর্ণাঙ্গ আদায় না হয় তাহলে তাদের গুনাহ নিজের মাথায় নিতে হবে। এভাবে পরিণামে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

হাদীস শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর কোনোপ্রকার জুলুম করেছে, তার ইজ্জত-আবরু বা অন্য যে-কোনো হক নষ্ট করেছে, সে যেন আজই

(হক আদায় করে বা ক্ষমা নিয়ে) তার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়; সেই দিনের পূর্বে পূর্বে, যেদিন কোনো দীনারও (স্বর্ণমুদ্রা) থাকবে না এবং থাকবে না কোনো দিরহামও (রৌপ্যমুদ্রা)। (যদি দুনিয়াতে তা মিটমাট করে না নেয়, তাহলে) যদি তার কাছে নেক আমল থাকে, তবে (কেয়ামতের দিন) তা থেকে তার জুলুমের পরিমাণ নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে (এবং ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে যার হক নষ্ট করেছে।) আর যদি তার নেক আমল না থাকে, তাহলে ওই ব্যক্তির পাপসমূহ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে!![৩৩]

আরেক হাদীস শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে আরও বর্ণিত হয়েছে, একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন–

أَ تَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِيْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا، وَقَذَفَ هٰذَا، وَأَكَلَ مَالَ هٰذَا، وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا، وَضَرَبَ هٰذَا، فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضٰى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অর্থ : তোমরা কি জান, নিঃস্ব-ফকির কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব-ফকির সে ব্যক্তি (পরিগণিত হয়), যার কাছে টাকাপয়সা ও আসবাব-সরঞ্জাম কিছুই নেই।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চিত জেনে নাও, আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত নিঃস্ব সে ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাতের পুঁজি নিয়ে আসবে। সেই সঙ্গে এ অবস্থায়ও আসবে যে, (দুনিয়াতে) কাউকে গালি দিয়েছে। কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। কারও সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। কারও

৩৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪৯

রক্তপাত করেছে। কাউকে (অন্যায়ভাবে) প্রহার করেছে। ফলে তার নেকীসমূহ থেকে কিছু একে দিয়ে দেওয়া হবে। কিছু ওকে দিয়ে দেওয়া হবে। (এভাবে সকল হকদারকে তার আমলনামা থেকে দিতে থাকা হবে।) যদি হক আদায় হওয়ার পূর্বে তার নেকী ফুরিয়ে যায় তাহলে হকদারদের গুনাহসমূহ নিয়ে তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[৩৪]

অতএব বান্দার হকের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকা দরকার।

- **যারা মা, বোন ও ফুফুদেরকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করে, তারা উক্ত হাদীসদ্বয়ের আলোকে নিজেদের পরিণামের কথা চিন্তা করুন।**

## ১৫. হালাল রিযিকের প্রতি যত্নবান হোন

হালাল উপার্জন করুন। হালাল ভক্ষণ করুন। জীবিকা উপার্জনের যে পন্থাটি আপনি অবলম্বন করেছেন বা করবেন বলে ভাবছেন, তা হালাল না হারাম, উলামায়ে কেরাম থেকে ভালোভাবে জেনে নিন।

ঘুষ নেবেন না। সুদ ও যাবতীয় সুদি কারবার থেকে কঠোরচিত্তে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন।

## ১৬. সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে নিবৃত্ত থাকুন

নিজেকে এবং দেহের সকল অঙ্গকে সর্বপ্রকারের গুনাহ থেকে হেফাজত রাখুন। যেমন–

– অন্তরকে শিরকি ও কুফরি আকীদা থেকে, লোকদেখানোর প্রবণতাপোষণ থেকে, শরীয়তবিরোধী শত্রুতাপোষণ থেকে, হিংসা-বিদ্বেষ ও আক্রোশ থেকে, অহংকার ও আত্মগুণ-মুগ্ধতা প্রভৃতি থেকে পবিত্র রাখুন।

– মস্তিষ্ককে মন্দ ও নোংরা চিন্তা থেকে পবিত্র রাখুন।

---

৩৪. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮১; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৮

– হাতকে হারাম উপার্জন, মাপে-ওজনে কম দেওয়া, চুরি-ডাকাতি, জুলুম-অত্যাচার, হত্যা ও সন্ত্রাসি কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকুন।

– পা'কে গুনাহের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে হেফাজত করুন।

– চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বিরত রাখুন।

– কানকে গানবাদ্য, গীবত এবং সর্বপ্রকার গর্হিত বিষয় শোনা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

– মুখকে গীবত, কারও প্রতি অপবাদ আরোপ, দোষারোপ, মিথ্যা, গালি, মিথ্যা কসম এবং অনর্থক কথা থেকে সংযত রাখুন।

– পেটকে হারাম ভক্ষণ থেকে নিরাপদ রাখুন।

মোটকথা সমস্ত দেহকে সর্বপ্রকারের গুনাহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখুন।

## ১৭. সুন্নাতের অনুসরণে যত্নবান হোন

জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ করুন। নিজের বেশভূষা, চেহারা-আকৃতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো অবলম্বন করুন। তাঁর দাড়ি মোবারক ঘন ছিল এবং সীনা মোবারকের ওপর বিস্তৃত ছিল। খুব ভালোভাবে বুঝে নিন। শত্রুদের চালচলন ও বেশভূষার প্রতি ধাবিত হবেন না।

## ১৮. সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা দান করুন

নিজ সন্তান-সন্ততিকে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করান। ইলমে-দ্বীন শিক্ষা দিন। হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ-ফতোয়ার আলেম ও শিক্ষাদাতারূপে গড়ে তুলুন। কাফের-ফাসেক ব্যক্তিদের সাথে ওঠাবসা এবং তাদের চালচলন অবলম্বন করা হতে সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখুন।

সন্তান যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, বিয়ের ব্যবস্থা করুন। বিয়ে হবে সুন্নাত মোতাবেক। সাদামাটা। যেখানে লৌকিকতাপূর্ণ আয়োজন থাকবে না।

দুনিয়াবী কোনো রীতি ও প্রথা পালন করা হবে না। ধার-কর্জ করে বিবাহের আয়োজন সম্পন্ন করা হবে না।

ছেলে-মেয়ের জন্য সর্বদা দ্বীনদার জুড়ি তালাশ করুন। দ্বীনদারির ভিত্তিতে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করুন। তাতেই শান্তি পাবেন। আপনিও, আপনার ছেলে-মেয়েও।

## ১৯. হক্কানী ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন

ওলামায়ে কেরামের মজলিসে যাওয়া-আসা রাখুন। সন্তানদেরও সঙ্গে নিয়ে যান। আল্লাহর নেক বান্দাগণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করুন।

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ওলামায়ে কেরামের বইপত্র পাঠ করুন। এতে দুনিয়ার মহব্বত হ্রাস পাবে এবং আখেরাতের মহব্বত বৃদ্ধি পাবে।

আর যদি এমন কোনো হক্কানী কামেল শায়খের সন্ধান পান, যিনি মুত্তাকী ও সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী, তাহলে তার কাছে বায়আত হোন। বায়আত যেন নামের বায়আত না হয়। বরং আপন শায়খের শিক্ষা ও নির্দেশনার ওপর পরিপূর্ণ পরিচালিত হোন। কেননা বায়আতের উদ্দেশ্যই হলো আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা এবং বেশি বেশি যিকিরের তাওফীক অর্জন করা।

## ২০. সকল গুনাহ থেকে নিয়মিত তাওবা করুন

জীবনের সর্বপ্রকারের গুনাহ হতে পাকাপোক্ত তাওবা করুন। অতঃপর অনাকাঙ্খিতভাবে আবার যখনই গুনাহ হয়ে যাবে দ্রুত তাওবার দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং বেশি বেশি এই দোয়া পড়তে থাকবেন–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ.

রাতে শোয়ার সময়ও এটা তিনবার পড়ুন।

## শেষকথা

একজন মুসলমানের কাজই হলো, সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যে নিবেদিত থাকা। এমন বান্দাকেই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে চির-সফলকাম ঘোষণা করেছেন।

সূরা নূরে তিনি ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ۝

অর্থ : আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে, তারাই প্রকৃত কৃতকার্য।[৩৫]

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ، سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ، وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

৩৫. সূরা নূর, আয়াত ৫২





# মাকতাবাতুল আশরাফ

## দ্বীনী গ্রন্থের আস্থার ঠিকানা

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৫৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.com
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.com